নব সংস্করণ

শাক্ত পদাবলী

ভূমিকা ও সম্পাদনা

অরুণকুমার বসু

গ্রন্থ বিকাশ

৯ ৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট

কলকাতা ৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

আলোচনাসূচি

১. 'শাক্ত পদাবলী' নামক প্রচলিত সংকলনের সীমাবদ্ধতা ... ১
২. শাক্ত সাহিত্যে যুগবিভাগ প্রথম পর্ব : রামপ্রসাদ, দ্বিতীয় পর্ব ১৭৫০-১৮৫০ খ্রি ; তৃতীয় পর্ব ১৮৫০-১৯০০ খ্রি ... ৩
৩. শাক্ত পদসাহিত্যের দ্বিতীয় পর্বের সমৃদ্ধি ও সম্পদ ... ৬
৪. শাক্ত পদের অর্বাচীন যুগ ... ৮
৫. গীতিকবিতা ... ১১
৬. বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে তুলনা ; উদ্‌ভব কালের দিক থেকে ; সমাজচিত্রণের দিক থেকে ; কাব্যমূল্যের দিক থেকে ; শিল্পরূপের দিক থেকে, শাক্ত পদে বৈষ্ণব প্রভাবের দিক থেকে ... ১৫
৭. সমন্বয়ের তত্ত্ব ... ২২
৮. আগমনী-বিজয়া : উমাসংগীত-পর্যায়, আগমনী-বিজয়ার লোক-ঐতিহ্য, আগমনী-বিজয়ার জনপ্রিয়তার কারণ, আগমনী-বিজয়া পর্যায়ের সাধারণ আলোচনা ... ২৫
৯. আগমনী-বিজয়া পদের কবি ও কবিত্ব ; আগমনী-বিজয়া পদে কমলাকান্ত ; আগমনী-বিজয়া পদে রাম বসু ; আগমনী-বিজয়া পদে পরবর্তী কবিরা ... ৩৫
১০. আগমনী-বিজয়া পদের ছন্দ ও ভাষা ... ৫০
১১. শাক্ত গীতির তিনটি প্রসঙ্গ : উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা ... ৫৪
১২. উপাসনাতত্ত্ব তথা সাধনসংগীত : সাধনসংগীতে রামপ্রসাদ, সাধনসংগীতে অন্যান্য পদকর্তা ... ৫৫
১৩. উপাস্য তত্ত্ব : তন্ত্রোক্ত মাতৃরূপ ... ৬৭
১৪. উপাস্য তত্ত্ব : ভক্তের ধ্যানে মাতৃরূপ-বৈচিত্র্য ... ৭৫
১৫. উপাসক-তত্ত্ব : ভক্তের গান, ভক্তির প্রার্থনা ... ৭৯
১৬. কবি-সাধক রামপ্রসাদ ... ৯১
১৭. ভক্তের আকূতি জাতীয় পদের সার্থকতা ; ভক্তের আকূতির দুঃখবাদ ... ৯৪
১৮. শাক্ত পদকর্তাদের পদে প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা ... ১০০
১৯. উল্লেখপঞ্জি ... ১০৫
পদসংকলন ... ১১৫
নির্ঘন্ট ... ২৭৭

পদসূচি ১ (বর্ণানুক্রমিক)

'অকারণে বৃথা ভ্রমে ভ্রমি কাল যায়'	নন্দকুমার রায়	২৪৪
'অতি দুরারাধ্য তারা ত্রিগুণা রজ্জুরূপিণী	কৃষ্ণচন্দ্র রায়	১৮২
'অন্নদার দ্বারে আজি পাতকী পেতেছে পাত'	আশুতোষ দেব	২৬১
'অপরা জন্ম-জরা-হরা জননী'	রামপ্রসাদ সেন	১৯১
'অপরূপ কামিনী নীরদবরণী'	মহাতাবচাঁদ	১৯১
'অপরূপা কে ললনা হেরি'	মহাতাবচাঁদ	১৯২
'অপার সংসার নাহি পারাপার'	রামপ্রসাদ সেন	২৩৬
'অবেলায় হাট ভাঙলি শ্যামা কী নিয়ে মা ঘরে ফিরি'	অমৃতলাল বসু	২৫৯
'অভয় পদ সব লুটালে'	রামপ্রসাদ সেন	২২৩
'অভয়ে ব্রহ্মময়ী ভবদে ভবানী ভীত-ভয়নাশিনী'	ব্রজকিশোর রায়	২১৪
'অভেদে ভাবো রে মন কালা আর কালী'	রামলাল দাসদত্ত	২০৬
'আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার'	রামপ্রসাদ সেন	১১৮
'আনন্দে মগনা শিখরী অঙ্গনা আনন্দময়ী পাইয়ে'	গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৬
'আনো তারা ত্বরায় গিরি'	অন্ধ চণ্ডী	১৪৩
'আপদের আপদ তারিণী-পদ চিন্ত ভ্রান্ত মন'	দাশরথি রায়	১৮৯
'আপনারে আপনি দেখো যেয়ো না মন'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	২৪১
'আমায় কী ধন দিবি তোর কী ধন আছে'	রামপ্রসাদ সেন	২২২
'আমায় ছুঁয়ো না রে শমন আমার জাত গিয়েছে'	নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	২৭৫
'আমায় দাও মা তবিলদারি'	রামপ্রসাদ সেন	২২৪
'আমার উমা এলো বলে রানী এলোকেশে ধায়'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১৩৭
'আমার উমা সামান্য মেয়ে নয়'	রামপ্রসাদ সেন	১১৫
'আমার কপাল গো তারা'	রামপ্রসাদ সেন	২৩৪
'আমার কাল-ভয়ে কী ভয় আছে'	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৭৬
'আমার মা নয় সামান্য মেয়ে'	রামলাল দাসদত্ত	২০৭
'আমি এই খেদে খেদ করি'	রামপ্রসাদ সেন	২১৮
'আমি কি আটাশে ছেলে'	রামপ্রসাদ সেন	২৩২
'আমি কি দুখেরে ডরাই'	রামপ্রসাদ সেন	২২০
'আমি কি হেরিলাম নিশি-স্বপনে'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১৩১
'আমি ক্ষেমার খাসতালুকের প্রজা'	রামপ্রসাদ সেন	২৩১
'আমি তাই অভিমান করি'	রামপ্রসাদ সেন	২২০
'আর অভিমান করিস নে মা ক্ষমা দে গো'	মদন মাস্টার	১৪৮
'আর কতকাল ভুগব কালী হয়ে আমি কুয়োর ঘড়া'	প্যারীমোহন কবিরত্ন	২৫৬
'ইচ্ছাময়ী তরা গো তোর ইচ্ছা কে বুঝিতে পারে'	রসিকচন্দ্র রায়	২০৯
'ইন্দিবর নিন্দি তনু সজল জলদ জিনি কায়া'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১৭৮
'উমার কারণে প্রাণে যে যাতনা নিশিদিনে'	মনোমোহন বসু	১৪৭
'উমা গো যদি দয়া করে হিমপুরে এলি'	উদয়চাঁদ বৈরাগী	১৪৪
ঊর্ধ্ব জটাজুট গভীর-নিনাদিনী'	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৯৯

'এ কী রূপ অপরূপ করি নিরীক্ষণ'	মহাতাবচাঁদ	১৯৩
'এ কী রূপ নয়নে করি নিরীক্ষণ'	মহাতাবচাঁদ	১৯৩
'এ সব খ্যাপা মায়ের খেলা'	রামপ্রসাদ সেন	১৭৬
'এই দেখো সব মাগীর খেলা'	রামপ্রসাদ সেন	১৭৬
'একবার আয় গো ও মা আয় গো উমা'	কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন	১৬৭
'এখনো কি ব্রহ্মময়ী হয়নি মা'	রামকৃষ্ণ রায়	২৪৩
'এবার আমি ভালো ভেবেছি'	রামপ্রসাদ সেন	২৩২
'এবার যাব গো পাগল হয়ে'	বীরেশ্বর চক্রবর্তী	২৬৪
'এমন করে আর কতদিন'	রসিকচন্দ্র রায়	২৬৮
এমন দিন কি হবে তারা	রামপ্রসাদ সেন	২২৩
'এল গিরি নন্দিনী লয়ে'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১৩৭
'এলি গো কৈলাসেশ্বরী আমার অন্নপূর্ণা'	রসিকচন্দ্র রায়	১৪৯
'এলোকেশী এল কে রণে'	শিবচন্দ্র রায়	১৯৬
'এসেছিস মা থাক না উমা'	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৫৮
'এসো মা এসো মা উমা বোলো না আর যাই যাই'	জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ	১৬২
'ও কার মুরতিরে মন জান না কি উহারে'	গোবিন্দ চৌধুরী	২০৪
'ও কেরে মনোমোহিনী'	রামপ্রসাদ সেন	১৭৩
'ও গো উমা আয় গো মা আয় করি কোলে'	মহেন্দ্রলাল খান	১৪৫
'ও মন তোর ভ্রম গেল না'	রামপ্রসাদ সেন	২২৫
'ও মা উমা কেমন করে পরের ঘরে'	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৫৭
'ও মা কালী চিরকালই সঙ্ সাজালি সাজঘরে'	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	২৫২
'ও মা কালী মুণ্ডমালী আমায় কী ভাব দেখাইলি'	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	২৫২
'ও মা কেমন মা কে জানে'	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	২৫৮
'ও রে নবমী নিশি না হইও রে অবসান'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১৪১
'ও হে গিরি কেমন কেমন কেমন করে প্রাণ'	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১৫৫
'ও হে গিরি ত্বরা করি আনো গিয়ে প্রাণের গৌরী'	মনোমোহন বসু	১৪৬
'ও হে গিরিরাজ গৌরী অভিমান করেছে'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১৩২
'ও হে নগরাজ হে রহিতে নারি ঘরে'	রামচন্দ্র ভট্টাচার্য	১৫১
'ও হে প্রাণনাথ গিরিবর হে'	রামপ্রসাদ সেন	১১৯
'ও হে হর গঙ্গাধর করো অঙ্গীকার যাই আমি জনকভবনে'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১৩৫
'কই হে গিরি কই সে আমার'	দাশরথি রায়	১৩১
'কপালে যা আছে কালী তাই যদি হবে'	নরচন্দ্র রায়	২৪৯
'কবে যাবে বলো গিরিরাজ গৌরীকে আনিতে'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১৩৩
'করুণা কুরু মে করুণা'	কিশোরীমোহন শর্মা	২৬৩
'কাল এসে আজ উমা'	বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়	১৪৮
'কাল স্বপনে শঙ্করী মুখ হেরি'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১৩২
'কালকে ভোলা এলে বলব'	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৬০
'কালী হলি মা রাসবিহারী'	রামপ্রসাদ সেন	১৭১
'কিঙ্করে করুণাময়ী ধন দিবে মা কী ধন আছে'	নরচন্দ্র রায়	২৪৯
'কী করে প্রাণ ধরে ঘরে আছ গো রানী'	প্যারীমোহন কবিরত্ন	১৬৯
'কী খেলা খেলাও মা তুমি জীবন্ত পুতলি সনে'	গোবিন্দ চৌধুরী	২০৩

'কী দিয়ে করিব পূজা কী বল আছে আমার'	ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ	২৬২
'কী হল নবমী নিশি হৈল অবসান গো'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১৪০
'কুপুত্র কই আমার মতো'	প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়	২৭৪
'কুস্বপন দেখেছি গিরি উমা আমার শ্মশানবাসী'	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৫৬
'কৃষ্ণবর্ণা চতুর্ভুজা এ নারী'	মহাতাবচাঁদ	১৯৫
'কে ও একাকিনী কাহার রমণী'	মহাতাবচাঁদ	১৮২
'কে ও বিবসনা রুধিরে মগনা'	মহাতাবচাঁদ	১৯৪
'কে ও বিহরে হর হৃদিপরে'	কালিদাস চট্টোপাধ্যায়	১৯০
'কে জানে গো কালী কেমন'	রামপ্রসাদ সেন	১৭৭
'কে জানে মা তব তত্ত্ব'	রসিকচন্দ্র রায়	২০৯
'কে তুমি শিয়রে বসে জাগিতেছ'	পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়	২১২
কেবল আশার আশা	রামপ্রসাদ সেন	২২২
'কে বলে আ মরি তোমায় দিগম্বরী'	হরিনাথ মজুমদার	২০০
'কে বলে কালী কালো আশীবিষভূষণ'	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	২০১
'কে রণরঙ্গিনী'	ব্রজমোহন রায়	১৫২
'কে রে বামা নিবিড় নীরদবরণী'	নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী	২০৫
'কে রে বামা বারিদবরণী'	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	২০২
'কেঁদেছি আপন দোষে বেজেছে মায়ের প্রাণে'	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	২৫৮
'কৈলাস সংবাদ শুনে মরি হে পরাণে'	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১৫৪
'কোথা আছ ও মা তারা ভবের ঘরনী'	চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	২১৫
'কোথায় গো মা ভবদারা'	তিনকড়ি বিশ্বাস	২৬৮
'কোলে আয় মা ভবদারা নয়নতারা'	গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ	১৪৬
'কোলে তুলে নে মা কালী কালের কোলে দিসনে ফেলে'	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	২৬০
'গঙ্গাধর হে শিবশঙ্কর'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১৩৬
'গত নিশিযোগে আমি দেখেছি যে সুস্বপন'	রাম বসু	১২২
'গা তোলো গা তোলো উমা রজনী প্রভাত হল'	নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়	১৪৬
'গা তোলো গা তোলা বাঁধো মা কুন্তল'	দাশরথি রায়	১২৯
'গিরি আমার গৌরী এসে বসেছে'	রামচন্দ্র মালী	১৪৫
'গিরি উমা প্রসঙ্গে সঙ্গে আনিলা ঘরে কার মেয়ে'	রামচন্দ্র ভট্টাচার্য	১৫১
'গিরি এবার আমার উমা এলে'	রামপ্রসাদ সেন	১১৫
'গিরি কার কণ্ঠহার আনিলে গিরিপুরে'	রসিকচন্দ্র রায়	১৪৯
'গিরি কারে আনিলে'	ঠাকুরদাস দত্ত	১২৬
'গিরি কি অচল হলে আনিতে উমারে'	রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)	১৪৪
'গিরি কী শুধাও হে সমাচার'	হরিশচন্দ্র মিত্র	১৫৩
'গিরি গণেশ আনো গে প্রথমে'	কালীনাথ রায়	১৬১
'গিরি গৌরী আমার এল কই'	গোবিন্দ চৌধুরী	১৫০
'গিরি গৌরী আমার এসেছিল'	দাশরথি রায়	১৩০
'গিরি প্রাণগৌরী আমার'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১৩৫
'গিরি যায় যে লয়ে হর প্রাণকন্যা গিরিজায়'	দাশরথি রায়	১২৭
'গিরি হে গিরিশপুরে দ্রুত যাও'	দাশরথি রায়	১২৮
'গিরি হে তোমায় বিনয় করি আনিতে গৌরী'	রাম বসু	১১৯

'গিরিবর আর আমি পারি নে হে'	রামপ্রসাদ সেন	১১৭
'গিরিরাজ গমন করিল হরপুরে'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১৩৪
'গিরিরাজ হে জামায়ে এনো মেয়ের সঙ্গে'	অক্ষয়চন্দ্র সরকার	১৫৯
'গিরিরাজকে ডেকে দে গো'	শ্রীধর কথক	১৫৯
'গিরিরানী এই নাও তোমার উমারে'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১৩৮
'গিরিরানী যন্ত্রসাধন মন্ত্র পড়ে'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১৩৮
'গেল দিন মিছে রঙ্গরসে'	রামপ্রসাদ সেন	২৩৩
'গৌরী কোলে করে নগেন্দ্ররানী করুণ বচনে কয়'	রাম বসু	১২১
'চিন্তাময়ী তারা তুমি আমার চিন্তা করছ কি'	শম্ভুচন্দ্র রায়	২৪৫
'ছিলাম ভালো জননী গো হরেরই ঘরে'	অম্বিকাচরণ গুপ্ত	১৬৬
'জগদম্বা রে যব পুরে বেণু যব পুরে বেণু'	রামপ্রসাদ সেন	১১৬
'জনক-ভবনে যাবে ভাবনা কী তার'	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১৫৫
'জননী পদ পঙ্কজ দেহি শরণাগতজনে'	রামপ্রসাদ সেন	১৭২
'জননী জগৎমোহিনী জীব-নিস্তারিণী'	কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন	১৮৩
'জয় কালী জয় কালী বলে যদি আমার প্রাণ যায়'	রামকৃষ্ণ রায়	২৪৪
'জয়া বলো গো পাঠানো হবে না'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১৩৯
'জাগায়ো না হরজায়ায় জয়া তোমায় বিনয় করি'	হরিনাথ মজুমদার	১৬৫
'জান না রে মন পরম কারণ'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১৭৮
'জানি জানি গো জননী যেমন পাষাণের মেয়ে'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	২৩৯
'জেনেছি তোমারে তারা কেমনে বলিতে পারি'	বীরেশ্বর চক্রবর্তী	২০৮
'ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে'	রামপ্রসাদ সেন	১৭৫
'তনয়ে তারো তারিণী'	রামলাল দাসদত্ত	২৬১
'তবে নাকি উমার তত্ত্ব করেছিলে'	রাম বসু	১২০
'ত্বং নমামি পরাৎপরা পতিতপাবনী'	দর্পনারায়ণ কবিরাজ	২০৮
'তাই কালোরূপ ভালোবাসি'	রামপ্রসাদ সেন	১৭৪
'তারা এবার আমারে করো পার'	কালিদাস ভট্টাচার্য	২৬৬
'তারা কোন্ অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে'	নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়	২৫০
'তারিণী ভবরোগে ব্যথিত জীবন করি কী এখন'	রামচন্দ্র রায়	২৬৫
'তীর্থবাসী হওয়া মিছে'	শম্ভুচন্দ্র রায়	১৮১
'তুমি এ ভালো করেছ মা আমারে বিষয় দিলে না'	রামপ্রসাদ সেন	২৩৭
'তুমি কার কথায় ভুলে রে মন'	রামপ্রসাদ সেন	২৩০
'তুমি কার ঘরের মেয়ে কালী গো'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১৭৯
'তুমি তো মা ছিলে ভুলে'	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৫৭
'তুষার ধবল হ্রদে নীলিম নলিনী'	যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজ)	১৮৯
'তোমারই অনন্ত মায়া কে জানে'	শ্রীশচন্দ্র রায় (মহারাজ)	১৮২
'তোমায় কি মা দুষতে পারি'	প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়	২৭৪
'থাক থাক থাক নয়ন ধারা'	হরিশচন্দ্র মিত্র	১৫৩
'দিও না আজ উমায় যেতে ওগো মা মেনকা রানী'	রসিকচন্দ্র রায়	১৫০
'দুর্গানামে রয় না জীবের ভয়ভাবনা'	কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন	১৮৪

'দেখে আয় তোরা হিমাচলে ও কী আলো ভাসে রে'	নবীনচন্দ্র সেন	১৬৪
'দেখে যা গো নগরবাসী'	অন্ধ চণ্ডী	১৪৩
'দোষ কারও নয় গো মা'	দাশরথি রায়	২৫৬
'ধিয়া তাধিয়া নরমালী'	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৯৯
'নন্দ গিরিনন্দিনী ত্রিনয়নের নয়ন তারা'	দাশরথি রায়	১২৭
'নব সজল জলধর কায়'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১৭৮
'নবমী নিশি পোহাল কী করি কী করি বলো'	রূপচাঁদ পক্ষী	১৬৩
'নাচ কে রে দিগম্বরী'	গৌরিমোহন রায়	২০৩
'নাচো গো আনন্দময়ী মম হৃদয়-মাঝারে'	যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	২১৩
'নীলবরণী কে কামিনী'	শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী	২০৫
'নীলবরণী নবীনা রমণী'	শিবচন্দ্র রায়	১৯৭
আমার কাল-ভয়ে কী ভয় আছে	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৭৬
'পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে মা তনুর তরী'	রঘুনাথ রায়	২৫৪
'পারি না খ্যাপা মায়েরে'	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	২৫১
'পুরবাসী বলে উমার মা'	গদাধর মুখোপাধ্যায়	১২৪
'ফিরিয়ে নে তোর বেদের ঝুলি'	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	২৫৩
'ফিরে এলে গিরি কৈলাসে গিয়ে'	রাম বসু	১২৩
'ফিরে চাও গো উমা তোমার বিধুমুখ হেরি'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১৪১
'বলো গিরি এ দেহে কি প্রাণ রহে আর'	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১৫৪
'বল মা আমি দাঁড়াই কোথা'	রামপ্রসাদ সেন	২১৮
'বসিলেন মা হেমবরণী হেরম্বেরে লয়ে কোলে'	দাশরথি রায়	১৩০
'বাজবে গো মহেশের হৃদে'	রামপ্রসাদ সেন	১৬৯
'বাঞ্ছা কিছু পূর্ণ তবে হয় হরমহিষী'	দাশরথি রায়	১২৯
'বাঞ্ছাফলদাত্রী ভূদাত্রী ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্রী আপনি'	নীলু ঠাকুর	১৮৬
'বার বার যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা'	রামলাল দাসদত্ত	২৬৯
'বারে বারে কহ রানী গৌরী আনিবারে'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১৩৪
'বিষণ্ণ এ কার নারী চিনিতে নারি'	মহাতাবচাঁদ	১৯৫
'বিষমোজ্জ্বলজ্বালা-বিভাসিত কপাল'	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৯৮
'বিহরে রণে কে রে বামা'	নন্দকুমার রায়	১৯৬
'বুঝ না মন বুঝাইলে'	রঘুনাথ রায়	২৫৪
'বেদে না পায় অন্ত নামটি যাঁর অনন্ত'	দাশরথি রায়	১৮৭
'বোঝাব মায়ের ব্যথা'	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৫৮
'ব্যাভারেতে জানা গেল তুমি যে অতি কৃপণা'	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	২৫৮
'ব্রহ্মময়ী, আমায় দে মা পাগল করে'	ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল	২৫৫
'ভবনে ভবানী পাইয়ে পাষাণী পুলকে হয় মগনা'	জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬৮
'ভবে সেই যে পরমানন্দ যে জন'	রামকৃষ্ণ রায়	২৪৪
'ভবের আশা খেলব পাশা'	রামপ্রসাদ সেন	২২১
'ভবোপরে ত্রিভঙ্গিনী ভববিপদভঞ্জিনী'	দাশরথি রায়	১৮৮
'ভয় কী শমন তোরে'	নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী	২৭৬

'ভাব না কালী ভাবনা কিবা'	রামপ্রসাদ সেন	২২৯
'ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী'	নন্দকুমার রায়	১৮১
'ভুবন ভুলালে রে কার কামিনী'	হরেন্দ্রনারায়ণ রায়	১৯৬
'ভুবনেশ্বরী মা-র রূপের নাহিক'	শিবচন্দ্র সরকার	২০৬
'মজিল মনভ্রমরা কালীপদ-নীলকমলে'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১৩৮
'মদমত্ত মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়'	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৯৮
'মন কবে সেবিবে কালী'	রোহিণীকুমার বিদ্যাভূষণ	২৬৯
'মন করো না সুখের আশা'	রামপ্রসাদ সেন	২৩৬
'মন কী কর তত্ত্ব তারে'	রামপ্রসাদ সেন	২২৭
'মন কেন মার চরণছাড়া'	রামপ্রসাদ সেন	২৩৪
'মন কেন রে ভাবিস এত'	রামপ্রসাদ সেন	২২৬
'মন-গরিবের কী দোষ আছে,	রামপ্রসাদ সেন	১৭৩
'মন-গরিবের কী দোষ আছে, তারে'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	২৪২
'মন তুমি এ কালো মেয়ে কোন সাধনায়	শম্ভুচন্দ্র রায়	১৮০
"মন তোমার এই ভ্রম গেল না'	রামপ্রসাদ সেন	২২৮
'মন থাকো তুমি চুপটি করে'	কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়	২৭২
'মন-পবনের নৌকা বটে'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	২৪১
'মন ভুলো না কথার ছলে'	রামপ্রসাদ সেন	২৩৭
'মন ভেবেছ কপট ভক্তি করি'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	২৪০
'মন ভেবো না রে ডুবে'	রামকুমার নন্দী মজুমদার	২৬০
'মন যদি মোর ভুলে'	রামকৃষ্ণ রায়	২৪৩
'মন যেতে চাও কেন কাশী'	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	২৫৩
'মন রে কৃষি কাজ জানো না'	রামপ্রসাদ সেন	২৩১
'মন রে তোরে বলি আমি'	রামকুমার নন্দী মজুমদার	২৭১
'মন সেতারে বাজা রে তার তারা তারা বলে'	গোবর্ধন চৌধুরী	২৭২
'মন হারালে কাজের গোড়া'	রামপ্রসাদ সেন	২২৯
'মলেম ভূতের বেগার খেটে'	রামপ্রসাদ সেন	২১৮
'মহিষমর্দিনী রূপে ভুবন উজ্জ্বল'	রঘুনাথ রায়	১৯০
'মা আমায় ঘুরাবে কত'	রামপ্রসাদ সেন	২১৬
'মা আমার ভক্ত বই আর জানে না'	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	২৫৯
'মা আমি গো তোমার অকৃতী তনয়'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	২৪২
'মা তারিণী তাপহারিণী'	দাশরথি রায়	১৮৮
'মা তোমা নিদয়া বলে কোন জন নিন্দা করে'	পঞ্চানন তর্করত্ন	২১০
'মা তোমার নাইকো মায়া হরজায়া ত্রিনয়নী'	দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার	২৬৭
'মা বলে কাঁদিলে ছেলে জননীর কি প্রাণে সয়'	বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়	২৫৭
'মা বলে ডাকিস না রে মন'	নরচন্দ্র রায়	২৪৮
'মা বসন পরো বসন পরো তুমি'	রামপ্রসাদ সেন	১৭০
'মা মা বলে আর ডাকব না'	রামপ্রসাদ সেন	২৩৮
'মা হরারাধ্যা তারা'	নীলমণি পাটনি	১৮৫

'মা গো তারা ও শঙ্করী'	রামপ্রসাদ সেন	
'মাগো রজনী প্রভাত হয়েছে'	হরিনাথ মজুমদার	২১৯
'মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে'	রামপ্রসাদ সেন	১৬৫
'যশোদা নাচাত মা গো বলে নীলমণি'	রামপ্রসাদ সেন	২১৬
'যাও গিরিবর হে আনো যেয়ে নন্দিনী ভবনে আমার'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১৬৯
'যাও গো জননী জানি তোরে'	রামপ্রসাদ সেন	১৩৪
'যারে শমন এবার ফিরি'	মৃজা হুসেন আলী	২২৮
'যায় যায় দিন কালী বলো মন'	রামকুমার নন্দী মজুমদার	২৭৫
'যে ভাবে তারা-পদ ঘটে কী তার আপদ'	দাশরথি রায়	২৭০
'যে ভালো করেছ কালী আর ভালোতে কাজ নাই'	নবচন্দ্র রায়	১৮৭
'যে হয় পাষাণের মেয়ে তার হৃদে কি দয়া থাকে'	নরচন্দ্র রায়	২৪৭
'যেও না যেও না নবমী রজনী'	নবীনচন্দ্র সেন	২৪৮
'রঙ্গে নাচে রণমাঝে কার কামিনী মুক্তকেশী'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১৬৪
'রাঙা কমল রাঙা করে'	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৮০
'রাজার মেয়ে রাজনন্দিনী মুণ্ডমালা পেলে কোথায়'	তারিনীপ্রসাদ জ্যোতিষী	১৯৮
'রানী গো শুধু তোমারই বেদনা বলে নয়'	রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়	২০৭
'শঙ্করী করুণা করো কিঙ্করে কেন বঞ্চনা'	জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক	১৫২
'শরৎকমল মুখে, আধো আধো বাণী মায়ের'	কমলাকান্ত ভট্টচার্য	২১৪
'শিব যদি মা তোমার স্বামী'	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৪২
'শিহরি মা মনে হলে কাল সকালে নিয়ে যাবে'	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	২০০
'শুকনো তরু মুঞ্জরে না'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১৫৯
'শুন গো রজনী মিনতি করি তোমারে'	হরিনাথ মজুমদার	২৩৯
'শুভ সপ্তমীতে শুভ যোগেতে উমা এলেন হিমালয়'	হরু ঠাকুর	১৬৫
'শ্মশান তো ভালবাসিস মা গো'	অশ্বিনীকুমার দত্ত	১২৩
'শ্মশান ভালবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি'	রামলাল দাস দত্ত	২১৩
'সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি'	রামদুলাল নন্দী	২১৩
'সজল নয়নে ভাসি চাও মা তারা মুক্তকেশী'	নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী	২১০
'সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনোমোহিনী'	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	২৬৩
'সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙে না'	রামপ্রসাদ সেন	১৭৯
'সাবাস মা দক্ষিণাকালী'	রামপ্রসাদ সেন	২২৫
'সারাদিন করেছি মা গো সঙ্গী লয়ে ধুলাখেলা'	চন্দ্রনাথ দাস	১৭৫
'সে কি শুধু শিবের সতী'	রামপ্রসাদ সেন	২৬৭
'হবে কবে সেদিন ভবে'	নৃসিংহদাস ভট্টাচার্য	১৭৫
'হয়ে মা তুমি গিরীন্দ্রবালিকা'	হরিমোহন রায়	২৬৪
'হারানিধি উমা আমার আয় মা একবার করি কোলে'	মনোমোহন বসু	২১১
'হৃদয়-রাস-মন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হয়ে'	নবাই ময়রা	১৪৭
'হৃৎ-কমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা'	রামপ্রসাদ সেন	২১১
'হৃৎ-কমলে চিন্তা করো'	জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ	১৭৭
		২৭৩
'হেরো হর-মনোমোহিনী কে বলেরে কালো মেয়ে'	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৯৭